সময় সময় প্রাণ কাঁদে তাই ভেবে।
আমাদের জমিদারী বুঝি না থাকিবে।।"
দুই ভাই এইরূপ কথোপকথন।
এই কথা রাজমাতা করিল শ্রবণ।।
বৃদ্ধা ঠাকুরাণী কহে "কি কহ কি কহ।
বিস্তারিয়া সব কথা আমাকে বলহ।।"
বিশেষ বৃত্তান্ত তবে শুনি ঠাকুরাণী।
কহিলেন "কি ক'রেছ ওরে সূর্য্যমণি।।
মহৎ হউক কিম্বা হউক দরিদ্র।
কিম্বা সে ঠাকুর হো'ক্ কিম্বা হো'ক্ ক্ষুদ্র।।
রাজা হয়ে প্রজারে করিলে অত্যাচার।
প্রজাদ্রোহী রাজার যে রাজ্য রাখা ভার।।
তোমরা থাকহ বাপ। আমি একা যাই।
বলিব সে কৃষ্ণদাস হরিদাস ঠাঁই।।
আমি ব্রাহ্মণের কন্যা যাইব তথায়।
তারা যদি না শুনে বলিব তার মায়।।"
এত বলি ঠাকুরাণী করিল গমন।
পথে যেতে ঠাকুরাণী ভাবে মনে মন।।
"ধারিয়া প্রজার ধার শোধ নাহি দেয়।
এই অপরাধ করে মম পুত্রদ্বয়।।
প্রজা হ'য়ে রাজার করিল অপমান।
এই অপরাধে তারা ত্যজে বাসস্থান।।
রহিব এসব কথা ঠাকুর গোচরে।
দেখি অপরাধ ক্ষমা করে কিনা করে।।"
ঠাকুরাণী উত্তরিল এসে ওড়াকান্দী।
মহাপ্রভু সেদিন ছিলেন মল্লকান্দী।।
যথোচিত বলিলেন কৃষ্ণদাস ঠাঁই।
"পূর্ব ভদ্রাসনে চল এই ভিক্ষা চাই।।"
কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণীর চরণ ধরিয়া।
কহিলেন বহুমত বিনয় করিয়া।।
"না গো মাতা পূর্ববাটী আমরা যা'ব না।
কি দোষে ছাড়িব ভিটা ভাবিয়া দেখ না।।
পুণ্যাত্মা মহান বাবু রামরত্ন রায়।
ভালবাসি দিয়াছেন মোদেরে আশ্রয়।।
দুই ভাই করিয়াছে পদ্মবিলা ঘর।
আমরা এখানে আছি তিন সহোদর।।
এখনে এ ঘরবাড়ী ত্যজিব কেমনে?
কেমনে যাইব মোরা পূর্ব্ব ভদ্রাসনে?
ব'ল না এমন বাণী করি তাই মানা।
তোমার এ বাক্য রাখা কিছুতে হবে না।।'
এত শুনি ঠাকুরাণী ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
উপস্থিত হৈলা মাতা অন্নপূর্ণা পাশ।।
কহিছে ব্রাহ্মণ-কন্যা অন্নপূর্ণা ঠাঁই।
"শুন গো মা তব ঠাঁই এই ভিক্ষা চাই।।
অপরাধ করিয়াছে মম পুত্রদ্বয়।
দোষ ক্ষমা করি মাগো চল নিজালয়।।
মাতা অন্নপূর্ণা বলে "কি কথা বলহ।
এ কথা বলিলে হয় অনর্থ কলহ।।"
দ্বিজকন্যা কহে অতি মিনতি করিয়া।
"তব পুত্রগণ আসে বসতি ছাড়িয়া।।
তব-পুত্রে মম-পুত্রে করে অপমান।
সেই রাগে তাদেরে ছাড়াল বাসস্থান।।
ধারিয়া প্রজার ধার নাহি করে শোধ।
পুত্র অপরাধী তাই করি অনুরোধ।।
এই তুচ্ছ অপরাধ মোরে কর ক্ষমা।
তব নিজ আশ্রমে এখনে চল গো মা।।"
কহিছেন প্রভু-মাতা হ'য়ে অসন্তোষ।
"তোমার পুত্রের এই ভাব তুচ্ছ দোষ।।
এ হ'তে কি বড় দোষ আছে এ ধরায়।
এ দোষ ধরিতে ধরা স্বীকার না হয়।।
বিশ্বাস ঘাতকী দোষ শাস্ত্রে আছে দেখি।
মহাপাপী যেইজন বিশ্বাস-ঘাতকী।।
অত্যাচারে ভিটা ছাড়ি মনে হয় দুঃখী
শেষে ঋণ শোধ দিলে পাপ হ'ত নাকি।।